কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভা গত ১৪/৮/২০০০ খ্রি. (৩/৪/১৪০৭বাং) তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজিত হলো।
সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন।
আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ৪/৭/২০০০ইং (২০/৩/১৪০৭ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি, জনাব মনির উদ্দিন খান বিগত ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৬/০৭/২০০০ ইং তারিখের ৯১২ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ
গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি এ ডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভায় উক্ত জাতটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, নূতন ছাড়কৃত জাতের বহুল প্রচারের জন্য জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জাতের বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন কৌশল সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা আবশ্যক।
সিদ্ধান্ত ঃ এখন থেকে নূতন জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়কৃত জাতের বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন কলা-কৌশলের উপর নূন্যতম ২০০০ (দুই হাজার) কপি লিফলেট বহুল প্রচারের জন্য ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও দের নিকট বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আলুর প্রস্তাবিত জাত "আরিন্ডা" অনুমোদন।
প্রস্তাবিত আরিন্ডা জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগীতা যাচাই এর জন্য আমদানীকৃত। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে আলু গাছ মাঝারী ধরণের এবং পাতা দ্রুত গঠিত হয়। কান্ড খুব শক্ত। বড় পাতা, হাল্কা সুবজ রংয়ের। গাছ ৯০ থেকে ৯৫ দিনে মারা যায়। টিউবার লম্বা থেকে ডিম্বাকৃতি হয়। চামড়া মোলায়েম ও হাল্কা হলুদ রংয়ের হয়। টিউবারের ভিতরের মাংস হলুদাভ এবং গায়ে অগভীর চোখ থাকে। রোগবালাই থেকে জাতটি মুক্ত। গড় ফলন ২৮.১ টন/হেঃ যা ডায়ামান্ট (২৪.৬ টন/হেঃ) থেকে বেশী। উপরোক্ত তথ্যাদি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রদত্ত সংযুক্ত আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে)।
দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৬টি স্থানে (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটি বিগত রবি/১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি স্থান (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ বগুড়া, যশোর ও পাহাড়তলী) থেকে মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। জাতটির জীবনকাল ৮৫-৯৭ দিন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫টি স্থানেই চেক জাত (ডায়ামন্ট) থেকে বেশী পাওয়া গিয়েছে। এ জাতটি ৪টি স্থান (গাজীপুর, যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) থেকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দিয়েছে কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ছাড়করণের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি।
সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবিত জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং দেখা যায় যে, জাতটি রোগবালাই মুক্ত, চেকজাত (ডায়ামন্ট) থেকে ফলন বেশী হওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত "আরিন্ডা" ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর প্রস্তাবিত জাত "রাজা" অনুমোদন।
প্রস্তাবিত রাজা জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএরআরআই, গাজীপুর কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগীতা যাচাই এর জন্য আমদানীকৃত। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে গাছ মাঝারি ধরণের এবং পাতা দ্রুত গঠিত হয়। কান্ড খুব শক্ত। মাঝারি পাতা গাঢ় সবুজ রংয়ের হয়। প্রায় ৯০-৯৫ দিনে গাছ মারা যায়। টিউবার ডিম্বাকৃতি হয়। চামড়া কিছুটা খসখসে ও গাঢ় লাল রংয়ের হয়। টিউবারের ভিতরের মাংস হলুদাভ এবং গায়ে অগভীর চোখ থাকে। জাতটি রোগবালাই থেকে অনেকটা মুক্ত। স্বাদে দেশী জাতের আলুর মত, বেশ

আঠালো ভাব আছে। তা ছাড়া জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ যেমন চিপ্স খেতে সুস্বাদু। গড় ফলন ২৮.৭ টন/হেঃ যা কার্ডিনাল (২৬.৭ টন/হেঃ) থেকে বেশী।

দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে(গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া, দেবীগঞ্জ ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটি বিগত রবি/১৯৯৭ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি স্থানে মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। ৩টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ৯৮-১০৮ দিন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু চেক জাতের জীবনকাল কোন স্থানেই উল্লেখ করেনি। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ১টি স্থানে (গাজীপুর) চেক জাত (কার্ডিনাল) থেকে বেশী ও ৪টি স্থানে কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি ৩টি স্থান (যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) থেকে ফলন কম হওয়া সত্ত্বেও জাতটির রং, আকার আকৃতি, আগাম জাত ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দিয়েছে। দেবীগঞ্জ থেকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে ছাড়করণের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি।

সভায় উক্ত প্রস্তাবিত জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেমন উক্ত জাতটির আঠালোভাব (স্টিকিনেস) বেশী, সুস্বাদু, দেশী জাতের মত লাল রং এবং আগাম জাত প্রভৃতি গুণাবলী সম্পন্ন বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত "রাজা" ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ আমন ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমের ধানের হাইব্রিড জাতের মূল্যায়নকৃত ফলাফলের পর্যালোচনা।

বিগত ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ২টি বীজ আমদানীকারক যথা- আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ ও মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত ৬টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমন/১৯৯৯-২০০০ মৌসুম থেকেই হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক এসসিএ কর্তৃক কোড নম্বর প্রচলন করা হয়। জাত ৬টির মধ্যে আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর ৪টি জাত যথা ১। এক্স ওয়াই-৯৬৩ (কোড নং-০০১), ২। আইএএইচএস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২),৩। আই এ এইচ এস-২০০-০০৩ (কোড নং-০০৫) ও ৪। এস ওয়াই-১০ (কোড নং-০০৬) এবং মল্লিকা সীড কোম্পানীর ২টি জাত যথা ১। এফএলএম-২ (সোনার বাংলা-২ কোড নং-০০৩) ও ২। আরএফ- ১ (সোনার বাংলা-৩, কোড নং- ০০৪)।

সভায় উপরোক্ত ৬টি হাইব্রিড ধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফলাফল মূল্যায়নে ৬টি হাইব্রিড ধানের মধ্যে আই এ এইচ এস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২) জাতটি সুগন্ধিযুক্ত, রপ্তানীর জন্য উপযোগী বিধায় ও ফলন সন্তোষজনক ও হওয়ায় নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১। বিদেশে জাতটির বাজার জরিপ সন্তোষজনক হতে হবে।

২। উক্ত জাতটির উন্নত মিলিং ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। মূলত ঃ রপ্তানীকরণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

৪। উপরোক্ত শর্তের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড জাত আমদানীকারক কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় দাখিল করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ প্রস্তাবিত আমন হাইব্রিড ধানের জাতটি আইএইচএস-১০০-০০১ (সুগন্ধি) জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বোরো/২০০০ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।

বোরো/২০০০ মৌসুমে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯ (নয়) টি বীজ আমদানীকারক (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইটি জাত যথা (ক) আই আর-৬৯৬৯০ (খ) আই আর-৬৮৮৭৭ ২। এসি আই লিঃ এর দুইটি জাত যথা (ক) আলোক-৯৩০২৪ (খ) আলোক-৯৪০২৪ ৩। মল্লিকা সীড কোম্পানীর দুইটি জাত যথা (ক) সোনার বাংলা-৩ (RF-1) ও (খ) সোনার বাংলা-৪ (FLM-2) (৪) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড এর ৪টি জাত যথা (ক) জেড এফ-০৮ (খ) জেড এফ-৩১ (গ) জেডএফ-৩২ (ঘ) এসওয়াই-৬৩ (৫)। এগ্রো প্রসেস (বাংলাদেশ) লিঃ এর দুইটি জাত যথা (ক) প্যাং-৩ (খ) প্যাং-৪ (৬)। সুপ্রীম সীড কোম্পানীর তিনটি জাত যথা (ক) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-১ (খ) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-৩ (গ) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-৫, ৭। এ্যালইড এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ এর একটি জাত যথা (ক) পি এইচ বি-৭১, (৮)। গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোঃ এর দু'টি জাত যথা (ক) জে বি এস-১ (খ) জে বি এস-২ ও (৯)। ব্র্যাক এর দুইটি জাত যথা (ক) জি বি-১ ও (খ) জি বি-৩ সর্বমোট ২০টি হাইব্রিড ধানের জাত (এস সি এ প্রদত্ত কোড নং-H-০০৭ থেকে H-০১১, H-০১২, H-০১৩ ও H-০২৪ বাদে) দেশের ৬ (ছয়) টি অঞ্চলের ৬ (ছয়)টি অনষ্টেশন ও অনফার্মে মাঠ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল।

উক্ত ট্রায়ালের মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফল ও বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত ২টির (আই আর- ৬৯৬৯০ ও আই আর ৬৮৮৮৭৭) বর্তমান মজুতকৃত বীজ দিয়ে পাইলট টেষ্ট সম্পন্ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
২। অবশিষ্ট প্রস্তাবিত বোরো হাইব্রিড জাত সমূহের বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বর্তমান নিবন্ধন পদ্ধতির উপর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন দলনেতা, সদস্য সচিব, এসসিএ, বীজ উইং (কৃষি মন্ত্রণালয়) এবং সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান আমদানীকারক প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় কর্মশালা আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার পর অনুষ্ঠিত হবে, উক্ত কর্মশালায় যাবতীয় অর্থের সংস্থানের জন্য এসসিএ, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসির নিকট প্রস্তাব পাঠাবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আই ৩৮-৯০ (বিএসআরআই আখ-৩১) এর অনুমোদন।
প্রস্তাবিত আই ৩৮-৯০ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩১ জাতের কান্ড লম্বা, রং হলুদাভ সবুজ, তবে অনাবৃত অংশ বেগুনী হলুদ। পর্বমধ্য (Internode) সিলিন্ডার আকৃতির এবং উহাতে কোন ফাটা দাগ (Growth split), কর্কি-প্যাচ (Corky patch) ও বাডগ্রুপ (Budgrove))দেখা যায় না, তবে মাঝে মাঝে আইভির মার্কিং (Ivory marking)দেখা যায়। কান্ড শক্ত, উহাতে কোন ফাঁপা নেই। গিরা সমান ও এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। গ্রোথ রিং ফোলা এবং স্পষ্ট। চোখ মাঝারি ধরণের এবং ওভেট (Ovet) আকৃতির; পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথ রিং স্পর্শ করে থাকে। পাতার খোল (Leaf sheath) কান্ডের সাথে হালকা ভাবে লেগে থাকে। পাতা শুকিয়ে গেলে সাধারণত ঝড়ে পড়ে না। প্রচুর পরিমাণে হুল দেখা যায় তবে ঝড়ে পড়ে। লিগিউল ডেলটয়েড (Ligule deltoid) আকৃতির।
এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয়। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরা সহ্য করতে পারে। এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-২০ ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ভাল। ইহা একটি মধ্যম পরিপক্ক জাত। প্রস্তাবিত ক্লোনটির ফলন ৭৪-১১৩ টন/হেঃ যা ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-১৮ এবং ঈশ্বরদী-২০ এর চেয়ে বেশী (বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক প্রদত্ত সংযুক্ত আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে)।
সভায় প্রস্তাবিত আখের জাতটির উপর বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি ছাড়করণের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উক্ত জাতটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের প্রস্তাবিত আই-৩৮-৯০ কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৩১ জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে প্রস্তাবিত কমিটি বাস্তবায়ন, বাজেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম অনুমোদন।
সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ ১) উক্ত বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপস্থাপিত প্রস্তাবিত কমিটি, বাজেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।
২) উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মহা-পরিচালক, ডিএই মহোদয়ের সহিত আলোচনাক্রমে তারিখ চূড়ান্ত করবেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ।
Seedmen's Society of Bangladesh এর ৭ আগষ্ট/২০০০ইং তারিখের আবেদনপত্র ও জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলু জাত Binthjee, Desiree, Baraka, Jaerla, Ukama & Egenheimer এর ছাড়করণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই বলেন যে, উক্ত জাতগুলি অনষ্টেশন এবং অনফার্ম অন্ততঃ এক বৎসর পরীক্ষা না করে ছাড়করণের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সঠিক হবে না। সভায় উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ Seedmen's Society of Bangladesh আসন্ন রবি মৌসুমে (২০০০-২০০১) উক্ত জাতগুলি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কে প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে।
অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি